দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 3 1 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ভর্তিযুদ্ধের বিভীষিকা

মাহমুদুল বাসার

নিয়মমাফিক বছরের প্রথম মাস জানুয়ারি থেকেই স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির কাজ শুরু হয়ে যায়। ২৮ ডিসেম্বর দৈনিক 'জনকণ্ঠে' রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি সংক্রান্ত একটি নাতিদীর্ঘ রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখলাম, ডিসেম্বরেই শুরু হয়েছে ভর্তির মল্লযুদ্ধ। ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পের সেই কথাটির মতো। কন্যার বাপের তর সইলেও বরের পাপের তর সইছিল না। ভর্তির ব্যাপারেও যেন ঘটছে এ রকমই তাড়াহুড়ো ঘটনা। এ সংক্রান্ত কঠিন সমস্যার চিত্র জনকণ্ঠে প্রকাশিত হলো।

বলা হচ্ছে যে, শিশুর অসহায় অভিবাবকরা তাদের সন্তানদের হাত ধরে স্কুলে স্কুলে ছোটাছুটি করছেন। কারণ তথাকথিত ভাল স্কুলে তারা সন্তানটিকে ভর্তি করাবেন। কে না চান তার সন্তানকে ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে? কে না চান ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে তার সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার পথে এগিয়ে দিতে? তাই অগ্নিমুখী পতঙ্গের মতো এখন ঢাকার অভিভাবকরা সন্তানকে নিয়ে ভাল স্কুলের দিকে ছুটছেন আর ছুটছেন।

কিন্তু ঢাকায় ভাল স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। তাই 'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই ছোট সে তরী' অবস্থা। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে স্কুলগুলোর ওপর। এ যেন এক পাবলিক বাস, ঠাঁসা যাত্রী। দাঁড়াবারও জায়গা নেই। অথচ ভর্তি হবে ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় শিশু। এই যে প্রতিযোগিতা আর আত্মঘাতী বৈষম্য এর ভাইরাস হাজার হাজার শিশুর মনে ঢুকে গেল। জীবনের শুরুতে এই অভিজ্ঞতা সুখকর হতে পারে না!

চাপ যেহেতু প্রচণ্ড, সেহেতু পরীক্ষা পদ্ধতিও হবে নিদারুণ ও নির্মম, এতে সন্দেহ কী! প্রাইমারী স্কুলে ভর্তিযোগ্য অবুঝ শিশুর পরীক্ষা হয়ে থাকে অনেকটা বিসিএস মানের। চিত্র সংবলিত আইকিউ টেস্টও তাদের করা হয়েছে। এটাই বোধ হয় ২০০০ সালের মধ্যে সর্বজননী শিক্ষা বিস্তারের নমুনা? একটি অবুঝ শিশুকে প্রশ্ন করা হচ্ছে—বুড়ো শালিকের যোগ্য প্রশ্ন। এটা কি শিশুশিক্ষা নীতির পরিপন্থী নয়? এটাতো অমানবিকও বটে।

যারা পারল তো পারলই, হাসতে হাসতে ভর্তি হয়ে গেল। আর যারা পারল না তারা? তাদের মনের প্রতিক্রিয়াটা কি হতে পারে? ওরা নিজেকে অধম ভাবতে শুরু করবে। ওরা ভাবতে শুরু করবে যে, ভর্তি হবার যোগ্যতা আমাদের নেই। একরাশ গাঢ় হতাশা ওদের কোমল মনের ওপর বসে গেল সারাজীবনের মতো। ওদের মনটা অসুস্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের ওপরও পড়তে পারে। এমন ঘটছে, কোন কোন শিশু ভর্তি পরীক্ষায় বসে ব্যর্থতায় অঝোরে কাঁদছে, তার মনে আতঙ্ক, বাড়ি গেলে মা-বাবা তাকে আস্ত রাখবে না।

এই যে শিশুটির অঙ্কুরিত ও উৎসাহিত মনটি ভর্তি পরীক্ষার নিষ্ঠুর নিয়মের পদাঘাতে দুমড়ে গেল, নিভে গেল, সংকুচিত হয়ে গেল, এর দায়-দায়িত্ব কে নেবে?

আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে, ডঃ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা নীতির আলোকে একটি অভিন্ন শিক্ষানীতি চাই। এক দেশ, এক সমাজ, এক ভাষা, এক সরকার—এমন দেশে ভাল স্কুল ও মন্দ স্কুলের বিভাজন থাকবে কেন? অন্তত শিশুদের এই নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে রক্ষা করার কি কোন উপায় নেই?

ভাল স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে ভর্তির চাপ অনেকটা হ্রাস পেতে পারে। শিশু ও তার অভিভাবক হয়রানি থেকে মুক্তি পাবে। আর যাদের মন্দ স্কুল বলা হচ্ছে তাদের মান বৃদ্ধি করা হোক। এসব স্কুলের নিয়মকানুন, শিক্ষা পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমূল সংস্কার করা হোক। আকর্ষণীয় করা হোক। এতে সমস্যা অনেক কমে যাবে। এজন্যে এই মুহূর্তে যা করা দরকার তাহলো সরকারী স্কুলগুলোর মানোন্নয়ন। না হলে ভর্তির অনাচার বেড়েই চলবে। শেষে প্রতিবেশী দেশ ছেলে ধরার মতো শিশু শিক্ষার্থী ধরতে শুরু করবে, যা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।